যায়যায়দিন

তারিখ 03 FEB 2008
পৃষ্ঠা কলাম

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ও মানসম্মত ইউনিভার্সিটির র‌্যাংকিং

মোহাম্মদ আরজু

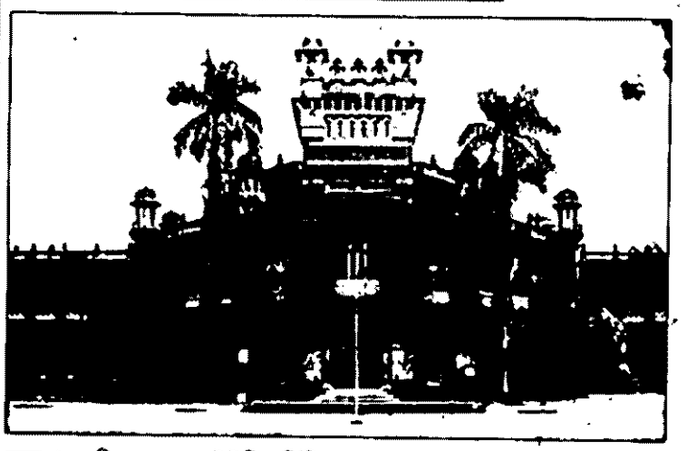

মালয়শিয়ার ইউনিভার্সিটি শিক্ষকরা এক সময় যা নিয়ে গর্ব করতেন তা পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার ছিল না। মাহাথিরকে নিয়ে গর্ব করার সময় তখনো হয়নি। মালয়শিয়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা গর্ব করতেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি নিয়ে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিয়ে। মাত্র চার দশক কাল আগেও ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এমফিল, পিএইচডি কিংবা নিছক ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারলে তা মালয়শিয়ান শিক্ষকদের বায়োডেটায় 'বিশেষ অর্জন' হিসেবে চিহ্নিত হতো। অথচ এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলাদেশের শিক্ষক ও ছাত্ররা এখন 'উচ্চ শিক্ষার্থে মালয়শিয়া গমন' করেন। মালয়শিয়া স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকেই 'জাতি গঠনে' জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। জনগণের নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য থাকলেও 'মালয়শিয়ান' জাতীয়তার চেতনায় একটি *ল এবাইডিং* বা *আইনের প্রতি অনুগত* জাতি গঠন করতে পেরেছে। সেখানে সব পেশার মানুষই তাদের নিজস্ব কাজের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। মালয়শিয়ান ইউনিভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষকরা ইউনিভার্সিটির শিক্ষাদান ও গ্রহণের কাজকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। যার ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষার অন্যতম গন্তব্য এখন মলয়শিয়া। মোট কথা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকার কারণেই দেশটি সব ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে অগ্রসর হতে পেরেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত শিক্ষা ক্ষেত্রে হয়েছে এর উল্টো। এ দেশে রাজনীতি করেন ব্যবসায়ীরা আর ব্যবসা করেন পলিটিশিয়ানরা। আর সব পেশাজীবীই অবৈধ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মোসাহেবি করে রাজনৈতিক ইসুগুলো টেনে নিয়ে যায় নিজেদের পেশাগত ক্ষেত্রে, গণ্ডগোল লাগায় নিজেদের কর্মক্ষেত্রে। দেশের শিক্ষাঙ্গন, বিশেষত ইউনিভার্সিটিগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষার গুণগত মানের বিচার করে সারা বিশ্বের ইউনিভার্সিটির যে র‌্যাংকিং করা হয়েছে সেখানে প্রথম ৫,০০০ ইউনিভার্সিটির মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি জায়গা করে নিতে পারেনি। অর্থাৎ শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষা সহায়ক উপাদান-অনুষঙ্গের মানের দিক দিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিশ্বের ৫,০০০ ইউনিভার্সিটি থেকেও অনেক পেছনে। এ ব্যর্থতার দায় কার? ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও ছাত্রদের বাইরে অন্য কারো নয় নিশ্চয়ই।

ছাত্রছাত্রীদের একাংশ, যারা সংখ্যায় কম হলেও তুলনামূলকভাবে সক্রিয় অংশ, এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রের বদলে ইউনিভার্সিটিকে রাজনীতি চর্চার কেন্দ্র বানিয়ে শিক্ষার পরিবেশকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে ক্যাম্পাস অচল করে রেখেছে। অন্যদিকে শিক্ষকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও রাজনীতিতে জড়িয়েছেন। বাড়তি সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য এসব শিক্ষক রাজনৈতিক দল এবং তাদের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে বিভিন্ন ইসুতে শুধু কণ্ঠ নয়, হাতও মিলিয়েছেন।

সব মিলিয়ে শিক্ষক-ছাত্রদের একটা অংশ নিজেদের রাজনৈতিক অতি সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও গ্রহণের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছেন স্বাধীনতার পর থেকেই। উচ্চ শিক্ষাঙ্গনের ছাত্র-শিক্ষকরা রাজনীতি সচেতন হবে কিন্তু সক্রিয় পলিটিশিয়ান নয়, যদি তারা সত্যিই নিজেদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে মানসম্মত হিসেবে দেখতে চান। এ অনতিক্রম্য সত্যটি তারা ভুলে রয়েছেন নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য। নানা জাতীয় ইসুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান মজবুত করার জন্য ওইসব ইসুকে ইউনিভার্সিটিতে টেনে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করে চলছেন এসব রাজনৈতিক ছাত্র-শিক্ষক।

এক সময়ের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড এখন আর কোনোভাবেই একটি উন্নত 'উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' নয়। বিশ্বের মানসম্মত ৫,০০০ ইউনিভার্সিটির মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি নেই। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে একটি দেশের জন্য এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে? দুর্নীতিবাজ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ যখন শীর্ষস্থানে পৌঁছলো সেটা যেমন আমাদের পলিটিশিয়ানদের ব্যর্থতা ছিল একইভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির এ দুরবস্থার জন্য দায়ী এক শ্রেণীর ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষা নিয়ে নয় ইউনিভার্সিটিতে দলীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠাই যাদের প্রধান লক্ষ্য।

arju.du@yahoo.com

সংশোধন